Department of Philosophy
Class - Sem II
Course - 201

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর:

বক্তব্য - ②

ভারতীয় ষড় আস্তিক দর্শনের অন্যতম ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ রূপে স্বীকার করা হয়েছে, ঈশ্বর জগতের সমবায়ী কারণ হতে পারেন না কারণ সেক্ষেত্রে ঈশ্বরকে জগতের অবয়ব হতে হবে বা জগৎকে ঈশ্বরে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকতে হবে, এখন জগৎ যদি ঈশ্বরে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে তাহলে জগৎকে ভাঙলে আমরা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরে পৌঁছাতে পারতাম কিন্তু প্রকৃত সত্য হল জগৎকে ভাঙলে শেষ পর্যন্ত ক্ষিতি, অপ, প্রভৃতি পরমাণুতে পৌঁছাবো মাত্র এবং ঈশ্বর বিভু, অণু নন, অতএব ঈশ্বর কখনোই জগতের সমবায়ী কারণরূপে স্বীকৃত হতে পারেন না এবং তিনি নিমিত্ত কারণ রূপেই স্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ঈশ্বরকে জগতের অসমবায়ী কারণও বলা যায় না যেহেতু কোন কার্যের অসমবায়ী কারণটি ঐ কার্যের সমবায়ী কারণেই বর্তমান থাকে এবং গুণ ও কর্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ অসমবায়ী কারণ হতে পারে না। কুম্ভকার যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ যেহেতু তিনি ঘটের সমবায়ী কারণ- মৃত্তিকা সমূহকে মিলিত করেন, ঈশ্বরও তেমনি জগতের সমবায়ী কারণ অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ - এই চতুর্বিধ পরমাণুর মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে এই জগৎকে তৈরী করেন।

No.

ন্যায়মতে ঈশ্বর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয় হলেও অনুমানের সাহায্যে তাঁকে উপলব্ধি স্বীকার করা সম্ভব এবং তার মাধ্যমে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়-

প্রথমতঃ ঈশ্বর জগতের কর্তা
এবং
দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর সদ্বস্তু, অলীক নন (যেহেতু কোন অলীক পদার্থের পক্ষে কারক হওয়া সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত - বন্ধ্যাপুত্র কোন সন্তানের পিতা হতে পারেন না)

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তথা অস্তিত্ব সাধক সাতটি অনুমানের উল্লেখ করা হয়েছে যা ক্রমে ক্রমে নিম্নে আলোচিত হল।

(১) কার্যত্ব হেতুক অনুমান :

কার্য মাত্রই কোন কর্তার দ্বারা কৃত বা সৃষ্ট যেমন ঘট প্রভৃতি, অতএব ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতিও কার্য হওয়ায় অবশ্যই তা কর্তার দ্বারা উৎপন্ন এবং এই কর্তা যেহেতু কোন অল্পজ্ঞ জীব হতে পারে না অতএব তিনি অবশ্যই ঈশ্বর।

উপরোক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বারা নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তথা অস্তিত্ব সাধন করেছেন এবং একে নির্দোষ অনুমান রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কোন হেতু তখনই সদ্‌হেতু হয় যদি তার পক্ষে সত্তা, সপক্ষে সত্তা বিপক্ষে অসত্তা, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব এবং অবাধিতত্ব

No.

এই পাঁচটি ধর্ম যুক্ত। আলোচ্য দৃষ্টান্তে হেতু হল 'কার্যত্ব' যার উপরোক্ত পাঁচটি ধর্ম আছে। ব্যাখ্যা করে বিষয়টি বোধগম্য হতে পারে। প্রথমতঃ পক্ষ আলোচ্য অনুমানের পক্ষ ক্ষিতি, অঙ্কুর কার্যত্ব হেতু থাকায় তাতে পক্ষসত্ত্ব বর্তমান। যেহেতু ক্ষিতি, অঙ্কুর প্রভৃতি কার্য। দ্বিতীয়তঃ এই হেতুটির সপক্ষেও সত্তা আছে - এখানে সপক্ষ হলো ঘটাদি কারণ তা নিশ্চিতভাবে সকর্তৃক বা কোন কর্তা দ্বারা উৎপন্ন এবং এই নিশ্চিতভাবে সর্বদাই ঘটাদিতে কার্যত্ব হেতুটি বর্তমান। তৃতীয়তঃ এই হেতুটি বিপক্ষে অসৎ হওয়ায় তার বিপক্ষাসত্ত্ব ধর্ম-ও বর্তমান। এখানে বিপক্ষ হল নিত্য আকাশাদি পদার্থ যা সকর্তৃকও নয় এবং কার্য-ও নয়। চতুর্থতঃ, অনুমানে প্রদত্ত কার্যত্ব হেতুটির তুল্য বল বিরোধী অন্য কোন হেতুর দ্বারা পক্ষ, ক্ষিতি প্রভৃতিতে না হওয়ায় হেতুটি অসৎপ্রতিপক্ষত্বরূপ ধর্মবিশিষ্ট হয়। এবং পঞ্চমতঃ যেহেতু অন্য কোন শক্তিশালী প্রমাণের সাহায্যে বোঝা যায় না যে ক্ষিতি প্রভৃতি সকর্তৃক নয় বা কোন কর্তার দ্বারা উৎপন্ন নয়, অতএব হেতুটি নিশ্চিতভাবে অবাধিতত্ব

ধর্মসমন্বয়, অ এ

সুতরাং নিশ্চিতভাবে কার্যত্ব হেতুটি একটি সদ্‌হেতু এবং অনুমানটি শুদ্ধ, সদ্‌হেতু একটি নির্দোষ অনুমান। এমন অনুমানটি সরল-ভাবে নিচে ব্যাখ্যা করা হোল-

ক্ষিতি প্রভৃতি কোন কর্তাজন্য এবং ঠিক যেমনভাবে ঘটরূপে কার্যের কর্তা কুম্ভকারের ঐ কার্যের উপাদানের কারণ কপালের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে ও ঘট উৎপাদন করার ইচ্ছে ও প্রবৃত্তি থাকে তেমনি যিনি ক্ষিতি ও অঙ্কুর উৎপন্ন করবেন তাঁরও ঐ ক্ষিতি ইত্যাদির উপাদানগুলির প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অসমর্থ জীবের ঐ ক্ষিতি ইত্যাদি তৈরীর ইচ্ছা ও প্রযত্ন থাকলেও তার উপাদানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় তাদের পক্ষে তা উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। আর এগুলি যে উৎপন্ন হয় তাতো অবশ্য স্বীকার্য। অতএব, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই যে এই মহাকার্যের কর্তা তা অনুমানের সাহায্যে নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

এইভাবে ঈশ্বরসাধনকুশল ন্যায় দর্শন সম্মত প্রথম অনুমানটি সরলভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।